গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশন

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সূচনা ঃ

বাশাআপ একটি সরল পথ।

বাশাআপ একটি আদর্শ।

বাশাআপ একটি অধ্যায়।

বাশাআপ একটি ধারা।

বাশাআপ দেশী ক্রীড়া।

বাশাআপ দেশের সম্মান।

বাশাআপ পদ্ধতির কাঠামো ও গঠন এর উপর এ গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা উপধারা ও অনুচ্ছেদ প্রণীত হলো। বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনকে যুগের পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় কর্মক্ষম-শক্তিশালী মান উন্নয়ন এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অত্র গঠনতন্ত্র সংশোধন-পরিবর্তন-সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হবে। এ গঠনতন্ত্রকে সংক্ষেপে বাংলাদেশ বাশাআপ গঠনতন্ত্র হিসাবে অখ্যায়িত করা হবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বাশাআপ অর্থ ঃ

বাশাআপ অর্থ-

বা- বাংলাদেশী।

শা- শারীরিক।

আ- আত্মরক্ষামূলক।

প-পদ্ধতি।

বাশাআপ ঃ বাংলাদেশী শারীরিক আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি।

বাশাআপ অন্যান্য খেলাধুলা হতে ভিন্ন ভাবে বিবেচিত। দেশী ঐতিহ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শারীরিক আত্মরক্ষার বিভিন্ন আদি কৌশলের সমন্বয়ের সমষ্টিগত পূর্ণাঙ্গ রূপ বাশাআপ। শারীরিক ভাবে নিজেকে রক্ষা করার পদ্ধতিই হলো বাশাআপ। বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্ট বাশাআপ কৌশল আয়ত্বে আনার পদ্ধতি অতি সহজ। সম্পূর্ণ দেশী স্বকীয়তায় এবং প্রতিটি কৌশলের বাংলা নাম সম্বলিত বাশাআপ কৌশল পদ্ধতি-বাংলাদেশী প্রকল্প।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ভূমিকা ঃ

৩.১ বাশাআপ প্রথম বাংলাদেশী ঐতিহ্যবাহী শারীরিক আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি যা দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হবে এবং বাশাআপ বাংলাদেশী পদ্ধতি (ষ্টাইল) হিসাবে পরিচিত হবে।

৩.২ বাশাআপ দেশে উদ্ভাবিত বিজ্ঞান সম্মত কৌশল ভিত্তিক প্রথম শারীরিক আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি। বাশাআপ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বিন্দু বিন্দু করে একক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি (উদ্ভাবন) করেছেন শিদাযি খালেদ মনসুর চৌধুরী। বাশাআপ উদ্ভাবক হিসাবে শিদাযি শব্দটি শুধুমাত্র বাশাআপ উদ্ভাবকের নামের আগে সংযোজিত হবে। দ্বিতীয় কোন ব্যাক্তি শিদাযি পদবি ব্যবহার করতে পারবে না।

৩.৩ বাশাআপ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমুহ যথাক্রমে-ক্রীড়া-দ্রুততা-সংযম এবং মানবতা।

৩.৪ বাশাআপ কাঠামো সম্পূর্ণ স্বকীয়তাপূর্ণ ধারায় প্রবাহিত। বাশাআপ গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাচের অন্য কোন ক্রীড়া বা বিষয়বস্তুর সাথে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সব সময় এককভাবে বাশাআপ সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। অন্য কোন সংগঠনের সাথে বাশাআপ সংগঠন সম্পৃক্ত থাকবে না বা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে না। শুধুমাত্র বাশাআপ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত এবং ন্যুনতম শবাক কজ অর্জন করেছে এমন বাশাআপ সদস্য বাশাআপ সংগঠনের প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা অর্জন করবে।

৩.৫ বাশাআপ বিষয়বস্তুর মধ্যে বর্তমানে পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত যথাক্রমে-সর্বঅঙ্গের ব্যায়ম (অকক)-আত্মরক্ষার কৌশল (অনক)-কৌশল প্রয়োগের নিয়ম (হামা)-প্রতিযোগিতার নিয়ম (য়বা)-অস্ত্র কৌশলের নিয়ম-চরিত্র গঠনের সহায়ক পদ্ধতি-আদর্শবাদীতা এবং বাশাআপ সমস্ত কৌশলের বাংলা নাম।

৩.৬ বাশাআপ দেশী পদ্ধতি-বাশাআপ দেশের গৌরব।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সংজ্ঞা ঃ

৪.১ সংগঠনের নাম ঃ

এই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশন নামে পরিচিতি।

(BANGLADESH BASHAP ASSOCIATION)

৪.২ সংক্ষিপ্ত নাম ঃ

বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে-বি বি এ (B B A)।

৪.৩ মর্যাদা ঃ

বি বি এ বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বাশাআপ কর্মকান্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।

৪.৪ বাশাআপ পদ্ধতি ঃ

বাশাআপ দেশে উদ্ভাবিত প্রথম ঐতিহ্যবাহী শারীরিক আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি। দেশে বিদেশে প্রচার প্রসার এবং বাশাআপ জনপ্রিয় করা এবং আর্ন্তজাতিক মর্যাদায় বলিয়ান হওয়ায় অনুচ্ছেদ ৪-২ এ বর্ণিত সংগঠনটি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাশাআপ পদ্ধতি কৌশল ভিত্তিক। মূলতঃ কৌশলই এখানে মুখ্য বিষয়। সে ক্ষেত্রে বাশাআপ এক মাত্র কৌশলের মূলবাহক উপস্থাপক এবং নিয়ন্ত্রক-বাশাআপ প্রধান প্রশিক্ষক। অনুচ্ছেদ-১৭ এবং ২২ (ক) এ বর্ণিত বাশাআপ পদ্ধতির উপর প্রধান প্রশিক্ষকের ভূমিকা বজায় থাকবে।

৪.৫ দাপ্তরিক ভাষা ঃ

বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজী ব্যবহার করা হবে। দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজন বোধে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

৪.৬ এসোসিয়েশনের অর্থ ঃ

এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও দাপ্তরিক (এসোসিয়েশন) বলতে বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনকে বুঝাবে।

৪.৭ আর্ন্তজাতিক সংগঠন ঃ

ডব্লিউ বি এফ (WBF)

ক) ডব্লিউ বি এফ বলতে ওয়ার্ল্ড বাশাআপ ফেডারেশনকে বুঝাবে।

এ ইউ বি এফ (AUBF)

খ) এ ইউ বি এফ বলতে এশিয়া ইউনিয়ন অব বাশাআপ ফেডারেশনকে বুঝাবে।

এস এ বি এফ (SABF)

গ) এস এ বি এফ বলতে সাউথ এশিয়া বাশাআপ ফেডারেশনকে বুঝাবে।

৪.৮ আওতাভূক্ত সংগঠনের অর্থ ঃ

আওতাভূক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বিবিএ এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধ ভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ অনুচ্ছেদ-৯-এর উল্লেখিত সংস্থা সমুহ বুঝাবে।

৪.৯ কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ ঃ

কার্য্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠনতান্ত্রিক উপায়ে এসোসিয়েশনের গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

৪.১০ এসোসিয়েশনের সদস্যদের অর্থ ঃ

সদস্য বলতে কেবল মাত্র নির্বাচিত পরিষদের সদস্যকে বুঝাবে।

৪.১১ সাধারণ পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-১১-১এ বর্ণিত পরিষদকে বুঝাবে।

৪.১২ বাশাআপ খেলোয়াড় ঃ

যে পুরুষ-মহিলা বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের বিধি এবং বাশাআপ কৌশল (টেকনিক্যাল) বিধি বিটিবি এর নিয়ম অনুযায়ী বাশাআপ খেলবে তাকে বাশাআপ খেলোয়াড় বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ গঠনতন্ত্রের আওতাধীন এলাকা বা পরিধি ঃ

সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিদেশে সমস্ত বাশাআপ কর্মকান্ড এবং বাশাআপ সংক্রান্ত বিষয় অত্র গঠনতন্ত্রের আওতাধীন থাকবে। অত্র গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিবিএ এর অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন দেশে এবং বিদেশে বাশাআপ সাংগঠনিক কর্মকান্ড ও বাশাআপ প্রশিক্ষন পরিচালনা করতে পারবেনা। যদি করে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। বিদেশে বাশাআপ শাখা স্থাপন বা সংগঠন অনুমোদন-প্রশিক্ষন সংক্রান্ত বিষয় "বাশাআপ বিদেশে সংক্রান্ত বিধি (বাবিবি) অনুসরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ প্রধান কার্যালয় ঃ

বাংলাদেশ বাশাআপ ফেডারেশন এর প্রধান কার্যালয় দেশে এবং বিশ্বের জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ লোগো ও পতাকা ঃ

বাশাআপ লোগো ঃ বাশাআপ লোগো বাশাআপ উদ্ভাবক কর্তৃক পরিকল্পিত ও প্রনীত তা নিম্নরূপ ঃ-

বাশাআপ লোগো দুইটি। দুইটি লোগোই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির এবং অর্থের। সমান্তরাল ভাবে আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট দুরত্বে তা পাশাপাশি বসানো থাকবে। বাশাআপ সম্বলিত প্রত্যেক বিষয়ে এবং কাজে হুবহু রং সহ লোগো এর ছাপা চিহ্ন থাকবে বাধ্যতামূলক ভাবে।

৭.১ প্রথম লোগো ঃ প্রথম লোগোটি বাম পাশে থাকবে। প্রথম লোগোটি সমান গোল আকৃতির একটি বৃত্ত যার মধ্যে সাত রং বিশিষ্ট বিভিন্ন আকৃতির চিহ্ন নিবদ্ধ করা।

গোল বৃত্তটির উপরের অংশের চার ভাগের এক ভাগ জুড়ে বৃত্তের লাইনের ভিতরের অংশে ইংরেজীতে গোল্ডেন রং এর কালি দিয়ে BASHAP অক্ষরে লেখা থাকবে। BASHAP লেখার ঠিক নীচে হলুদ কালো রং বিশিষ্ট বদ্ধ মুষ্টির সম্মুখ অংশের চিহ্ন থাকবে।

গোল বৃত্তটির উপরের চার ভাগের এক অংশের পর ঠিক নীচের অংশে চার ভাগের এক ভাগ জুড়ে বৃত্তের লাইনের উপর ভিতর দিকে বাঁকা হয়ে ইংরেজীতে নেভী ব্লু কালি দিয়ে MARTIAL ART অক্ষর লেখা থাকবে। লেখাটির ঠিক উপরে

গোল আকৃতির একটি কালো রং এর কোমর বন্ধনী এবং বন্ধনীর দুই মাথা সামান্য নীচের দিকে ঝুলে থাকবে। গোল বৃত্তটির নীচের অংশের পর বাম ও ডান পাশেও চার ভাগের এক ভাগ অংশ থাকবে। গোল বৃত্তটির নীচের অংশের পর বাম পাশে চার ভাগের এক অংশ জুড়ে বৃত্তের লাইনটুকু ভিতর মুখি বক্র হয়ে সবুজ রং বিশিষ্ট আঁকা থাকবে। সবুজ বক্র লাইনের ঠিক ভিতর দিকে 'ব, এর ঠিক উল্টো আকার 'ᗡ, এ রকম একটি ত্রিভূজ বসানো থাকবে। যার বর্ডার লাইন হবে কালো আর ত্রিভূজের ভিতরের রং থাকবে হালকা নীল রং। এ উল্টো ত্রিভূজ সোজা করলে বাংলা অক্ষরের 'ব, হবে অর্থাৎ এ 'ব, এর অর্থ বাশাআপ। এ 'ব, দিয়ে বাশাআপ এর প্রথম অক্ষর বুঝানো হয়েছে।

বৃত্তের বাম পাশের চার ভাগের এক অংশের পর ডান পাশে চার ভাগের এক অংশ জুড়ে বৃত্তের লাইন টুকু ভিতর মুখি বক্র হয়ে কমলা রং বিশিষ্ট আঁকা থাকবে। কমলা বক্র লাইন এর ঠিক ভিতর দিকে 'ব, আকৃতির একটি ত্রিভূজ বসানো থাকবে। যার বর্ডার লাইন কালো এবং ত্রিভূজের ভিতর অংশের রং হবে হালকা নীল। এ 'ব, এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ এর প্রথম অক্ষর 'ব, ।

এ লোগোটিতে সাতটি রং ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় লোগোটিতে একটি রং ব্যবহার করা হয়েছে। মোট আটটি রং ২টি লোগোতে ব্যবহার হয়েছে। বাশাআপ এ আট কোমর বন্ধনী বা কজ এর সমন্বয় করে এ রং এর ব্যবহার করা হয়েছে।

৭.২ <u>দ্বিতীয় লোগো</u> ঃ বাম পাশের লোগোটির পরে দ্বিতীয় লোগোটি ডান পাশে থাকবে। দ্বিতীয় লোগোটি একজন প্রশিক্ষনার্থীর উড়ন্ত লাথি অর্থাৎ (ফ্লাইং কিক) এর মত হবে। এ আকারে উড়ন্ত ভাবে ডান পা লাথি দেওয়া অবস্থায় থাকবে। আর বাম পা উড়ন্ত অবস্থায় ডান পা-কে সাপোর্ট দেওয়া অবস্থায় থাকবে। ডান হাত মুষ্টি অবস্থায় বাম কোমরের নীচে এবং বাম হাত মাথার পিছন দিক থেকে উপর দিকে উড়ন্ত ভাবে থাকবে। এ লোগোতে প্রশিক্ষনার্থীর চিহ্নতে মাথার চুলের রং কালো হাত ও পায়ের কিছু অংশ হালকা খয়েরী ও বাদামী রং এবং শরীরের বাকী অংশ সাদা রং বিশিষ্ট থাকবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় লোগো সমান সামঞ্জস্যপূর্ণ সাইজে আধা ইঞ্চি ফাঁক রেখে পাশাপাশি বসানো থাকবে। এই দুরত্ব রেখে লোগোর সাইজ অনুযায়ী উভয়ের মাঝখানের ফাঁক বড় ছোট হতে পারে। ডান পাশের লোগোর হাতের নীচে হতে সামান্য ফাঁক রেখে একটি সমান্তরাল রেখা বাম দিকে চলে যাবে যা বাম দিকের লোগো হতে পেছনে দুই ইঞ্চি দূরত্বে গিয়ে শেষ হবে।

৭.৩ <u>বাশাআপ পতাকা</u> ঃ বাশাআপ উদ্ভাবক কর্তৃক প্রনীত ও পরিকল্পিত বাশাআপ এর নিজস্ব পতাকা নিম্নরূপ ঃ-

বাশাআপ পতাকা অবস্থা ভেদে জাতীয় পতাকার ন্যায় বিভিন্ন আকার (সাইজ) করা যাবে। পতাকার সম্পূর্ণ অংশ সাদা-অফহোয়াট রং এর হবে। বাশাআপ প্রথম লোগোটি হুবহু বিভিন্ন আকৃতির রং সম্বলিত পতাকার মাঝখানে বসানো থাকবে। প্রয়োজনে দ্বিতীয় লোগোটিও যে কোন স্থানে বসানো যাবে।

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১। বাংলাদেশে এবং বিদেশে বাশাআপ খেলার প্রচার-প্রসার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।

২। বাশাআপ পদ্ধতি এবং খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৩। বাংলাদেশে এবং বিদেশে বাশাআপ খেলোয়াড়দের খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করা।

৪। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন-ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট জেলা ও অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও স্বীকৃতি লাভ এবং প্রদান।

৫। গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিধি-উপবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র বর্হিভূত আইন প্রণয়ন।

৬। প্রবীন ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের স্মৃতি রক্ষা করা।

৭। আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক জাতীয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৮। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।

৯। সংস্থা এবং ক্লাব সমূহকে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি দান।

১০। দেশব্যাপী ব্যাপক বাশাআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১। বাশাআপ খেলার উপর বই-পত্রিকা-স্মরনিকা সাময়িকী প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

১২। বিভিন্ন খেলাধুলা অথবা আন্তর্জাতিক খেলার ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহ করা।

১৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাশাআপ খেলার উপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-প্রশিক্ষন-আলোচনা-শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা।

১৪। অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থা-ক্লাব-সংগঠন-ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং মত বিরোধ দূরীকরণের সহায়তা করা।

১৫। বছর বছর প্রতিভাধর বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং ক্রীড়াবিদদের বছর সেরা পুরস্কার ও সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা।

১৬। বছর বছর বাশাআপ প্রশিক্ষণার্থী এবং বাশাআপ অনুরাগী-বাশাআপ সম্পৃক্তদের বিভিন্ন প্রতিভা প্রকাশের ব্যবস্থা এবং তাদের নিয়ে বহুমুখী বিনোদন আয়োজন করা।

১৭। বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

১৮। উপরে বর্ণিত আইনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যবিধি সমাপন ও বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী সংগ্রহ করন।

১৯। বাশাআপ বাংলাদেশ দলের বিদেশে অথবা দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দল বাছাই ও গঠন এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করা।

২০। অনুমোদিত সংস্থা সমূহের সদস্যদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অনুমোদন ও সহযোগিতা করা।

২১। দেশব্যাপী বাশাআপ খেলোয়াড়-রেফারী ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২২। এসোসিয়েশনের স্বার্থে এসোসিয়েশনের সম্পত্তি সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে বিলি করা।

২৩। দরিদ্র-মেধাবী-প্রতিবন্ধী-সংগঠক-রেফারী-প্রশিক্ষকগণকে আর্থিক সাহায্য ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

২৪। এসোসিয়েশনের সহিত সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা-সংগঠক সমূহকে সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য-মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

২৫। সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য রেফারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং লাইসেন্স প্রদান।

<u>অনুচ্ছেদ- ৯ ঃ অ্যাফিলিয়েশন (অর্ন্তভূক্তি)</u> ঃ

ক) নিম্নোক্ত সংস্থা সমূহ এই এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে অ্যাফিলিয়েশন (অর্ন্তভূক্তি) হতে পারবে।

১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
২। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৪। বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৫। বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৬। বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি।
৮। প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।
৯। প্রতিটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সমূহ।
১১। জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ।
১২। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১৩। অনুমোদিত ক্লাব সমূহ।

৯.১ এই সংস্থা সমূহ কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা প্রদান এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অ্যাফিলিয়েশন গ্রহণ করতে পারবে।

৯.২ কোন অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা বার্ষিক চাঁদা নির্ধারিত সময়ে প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের অ্যাফিলিয়েশন মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ের পর বাতিল বলে গন্য হবে।

৯.৩ অ্যাফিলিয়েশন বাতিল হলে তা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্য্যকৃত জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তি গ্রহণ পূর্বক অ্যাফিলিয়েশন নবায়ন করা যাবে অথবা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ) উপরোক্ত সংস্থা সমূহ (অনুচ্ছেদ ১০-১এ বর্ণিত) ছাড়া কোন সংস্থা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব যারা কোন বাশাআপ চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে সংগঠন সমুহকে বাশাআপ ফেডারেশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা ঃ

১। এসোসিয়েশনের সদস্যদের অবশ্যই বাশাআপ সংস্থা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব এর হতে হবে।

২। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-বাংলাদেশ রাইফেলস-বাংলাদেশ রেলওয়ে-বাংলাদেশ পুলিশ-বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাহিনী কেবলমাত্র স্ব স্ব সংস্থায় কর্মরত খেলোয়াড়দের দ্বারাই দল গঠন করবে। সংস্থা ব্যতিত বহিরাগত খেলোয়াড় দিয়ে দল গঠন করতে পারবে না। এ সকল সংস্থা আন্তঃ প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন বাশাআপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে না। উল্লেখিত সংস্থা সমূহ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় বাশাআপ প্রতিযোগিতা ও আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

৩। অনুচ্ছেদ ৯-এর ৮ ও ৯ এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইচ্ছে করলে প্রতি বছর আন্ত ঃবিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ কলেজ ও আন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে। তবে তা কোনক্রমে বাশাআপ ফেডারেশন নির্ধারিত বিধি বিটিবি এবং গঠনতন্ত্র বহির্ভূত হতে পারবে না। উপরোক্ত সংস্থাদ্বয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় এবং ফেডারেশন কর্তৃক আমন্ত্রণমূলক বাশাআপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪। অনুচ্ছেদ ৯-এর সংযুক্ত সংগঠন সমূহ সকল ধরণের আন্তঃপ্রতিযোগিতা ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আয়োজন করতে পারবে অন্যথায় নয়। উক্ত প্রতিযোগিতা এসোসিয়েশন স্বীকৃত রেফারী ও কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

অনুচ্ছেদ- ১১ ঃ সাধারণ পরিষদ (কাউন্সিলর) ঃ

১। এসোসিয়েশনের অনুমোদিত (অ্যাফিলিয়েটেড) সংস্থা-ক্লাব সমুহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে যে কোন দুই বছর এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদ সদস্য (কাউন্সিলর) হওয়ার

যোগ্যতা লাভ করবে। উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ-৯-ক এ বর্ণিত ১-১৩ হতে একজন প্রতিনিধি।

২। যে সংস্থা প্রতিনিধি প্রেরণ করবে তাহার নামের সাথে বাশাআপ প্রতিনিধি কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় সে ভোটার হিসাবে অযোগ্য হবে।

৩। বাশাআপ এসোসিয়েশন কর্তৃক বহিস্কৃত শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেনা। এ ছাড়া রাষ্ট্র ও নিয়ম শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে লিপ্ত ও সাজা প্রাপ্ত-উম্মাদ সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবে না।

৪। বাশাআপ রেফারি এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি সদস্য হবে।

৫। বাশাআপ প্রশিক্ষক এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি সদস্য হবে।

৬। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের অব্যাহতির পূর্বের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হবে।

৭। ওয়ার্ল্ড-সাউথ এশিয়ান এবং এশিয়ান বাশাআপ এসোসিয়েশন অথবা ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮। বাশাআপ উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা সবসময় সাধারন পরিষদের সদস্য (কাউন্সিলর) হওয়ার মর্যাদা পাবেন।

৯। কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দুইজন স্পন্সর সাধারন পরিষদের সদস্য হবে।

<u>অনুচ্ছেদ- ১২ ঃ কার্য্যনির্বাহী পরিষদ</u> ঃ

ক) ফেডারেশন কার্য্যনির্বাহী পরিষদে নিম্নবর্ণিত পদে সর্বমোট ২৫ জন কর্মকর্তা ও সদস্য দ্বারা গঠিত হবে।

১। সভাপতি (নির্বাচিত)	১(এক) জন	২।	সহ সভাপতি (নির্বাচিত)	৪ (চার) জন
৩। সাধারণ সম্পাদক (নির্বাচিত)	১(এক) জন	৪।	যুগ্ম সম্পাদক (নির্বাচিত)	২ (দুই) জন
৫। কোষাধ্যক্ষ (নির্বাচিত)	১(এক) জন	৬।	সদস্য-সদস্যা (নির্বাচিত)	১৬ (ষোল)জন

খ) বাশাআপ এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং অন্যান্য পদের জন্য সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ) সহ-সভাপতি - যুগ্ন-সম্পাদক এবং সদস্য পদের জেষ্ঠ্যতা তাদের ভোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। সাধারন সম্পাদক - যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনে যথাক্রমে- বাশাআপ শাবারি ও শাবাক সনদ কলো বন্ধনী এর অধিকারী হতে হবে অন্যথায় তিনি এ পদে নির্বাচনে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ঘ) নির্বাচনে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

ঙ) নির্বাচনে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

ঙ) অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিন হতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৩ ঃ কার্য্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ

১। সভাপতি ঃ

ক) ফেডারেশনের সভায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) ফেডারেশনের প্রধান হিসাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) ফেডারেশনের কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট হলে সভাপতি তার সিদ্ধান্তমূলক ভোট দিতে পারবেন।

ঘ) তিনি জরুরী ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত দেবেন এবং পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিবেন।

২। সহ-সভাপতি ঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সভায় সহ-সভাপতিগণ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালে ৩ মাসের উর্দ্ধে হলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

৩। সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক) সাধারণ পরিষদের সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী তিনি পরবর্তী সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন।

খ) এসোসিয়েশনের সকল দলিলপত্র-রেকর্ড এবং সম্পত্তির দায়-দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

গ) এসোসিয়েশনের পক্ষে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগযোগ রক্ষা করবেন এবং এসোসিয়েশনের নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে এসোসিয়েশনের কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল কার্য্য সমাধা করবেন এবং বাষিক ক্রীড়া পঞ্জী প্রণয়ন করবেন।

ঙ) এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কার্য্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদিত নগদ টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

চ) সাধারণ সম্পাদক কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সকল উপ-কমিটির পদাধিকার বলে সদস্য থাকবেন।

(ছ) মাসিক কার্যবিবরণী তৈরী-সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।

৪। যুগ্ম সম্পাদক ঃ

এসোসিয়েশনের কার্য সম্পাদনে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত কার্য সমাধা করবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) এসোসিয়েশনের যাবতীয় টাকা গ্রহণ এবং উক্ত টাকা তিন দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের ব্যাংকে জমা দিবেন।

খ) এসোসিয়েশনের সমস্ত আয় ও ব্যয় হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং তা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করবেন।

গ) প্রতিবছরের বাজেট তৈরী করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ঘ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন ক্রমে বাজেটে অনুমোদন দিতে পারবে।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ মাসিক হিসাবের বিবরণী তৈরী করবেন ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

৭। সদস্য ঃ

ক) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত হয়ে সভার কাজ অনুমোদন-সুপারিশ করবেন।

খ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করবেন।

গ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৪ ঃ সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ

১। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে জারী হবে। তবে ১৫ দিনের নোটিশে বিশেষ অথবা বর্ধিত সভার আয়োজন করা যাবে।

২। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী হবে।

৩। সুনির্দিষ্ট ভাবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে।

৪। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ১ দিন বা ২৪ ঘন্টার পূর্বে জারী করা হবে।

৫। অতি জরুরী সভার জন্য প্রয়োজনে আরো কম সময়ের বিজ্ঞপ্তি জারী করা যেতে পারে।

৬। সাধারণ পরিষদ বা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ (২/৩) সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতি তলবী সভার বিজ্ঞপ্তি করবেন। আবেদনের মূল বিষয় ব্যতিত অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ- ১৫ ঃ সভার কোরাম ঃ

১। সাধারণ পরিষদ-কার্য্যনির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের কোরাম বলে বিবেচিত হবে।

২। মূলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না। এ ধরনের আহবানের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হবে না।

৩। যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না এবং সভায় একটির বেশী আলোচ্য সূচী থাকবে না।

অুনচ্ছেদ- ১৬ঃ কার্য্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

ফেডারেশন সাধারণ পরিষদ এবং কার্য্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ কাল হবে ৪ (চার) বছর।

অনুচ্ছেদ- ১৭ ঃ বাশাআপ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

১। প্রশিক্ষক ঃ

বাশাআপ এসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এমন বাশাআপ সদস্য যার ন্যূনতম শবাক সনদ এর অধিকারী হলে বাশাআপ প্রশিক্ষক হিসাবে তার প্রাথমিক যোগ্যতা বিবেচিত হবে এবং এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রশিক্ষক হিসাবে অনুমোদিত তালিকাভূক্ত হতে হবে। অন্যথায় সে বাশাআপ প্রশিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত পাবে না।

২। প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ কার্যে প্রশিক্ষকের সিদ্ধান্তেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে। তবে তিনি ৭ (সাত) দিন পর পর এরিয়া প্রধানের কাছে প্রশিক্ষন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করবে। এক্ষেত্রে এরিয়া প্রধান-প্রধান প্রশিক্ষকের বরাবরে ১৫ (পনের) দিন অন্তর অন্তর এরিয়া ভিত্তিক রিপোর্ট দাখিল করবেন। প্রধান প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সরাসরি দেশের এবং বিদেশের শাখা সমূহে বাশাআপ প্রশিক্ষণ চলবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রধান প্রশিক্ষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৩। কজ পরীক্ষা ঃ

যে কোন কজ পরীক্ষার প্রয়োজন হলে এরিয়া প্রধান এসোসিয়েশনকে লিখিত ভাবে বিস্তারিত জানিয়ে অবহিত করবে। প্রধান প্রশিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষকগণ কজ পরীক্ষা পরিচালিত করবে। পরবর্তীতে প্রধান প্রশিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার রেজাল্ট অনুমোদিত হয়ে এসোসিয়েশন অফিসিয়াল ভাবে ফলাফল প্রকাশ করবে। এবং কজ প্রদানের ক্ষেত্রে বাশাআপ পদ্ধতিতে প্রধান প্রশিক্ষকই একমাত্র বাশাআপ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কজ পরিয়ে দিতে পারবে। অন্য কেহ পারবে না।

৪। এ ছাড়া বাশাআপ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় "বাশাআপ প্রশিক্ষণ বিধি"- (বাপ্রবি) অনুযায়ী সব কিছু পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৮ ঃ বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন ঃ

কার্য্যনির্বাহী পরিষদ এসোসিয়েশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দিবে।

অনুচ্ছেদ- ১৯ ঃ তহবিল ঃ

ক) এসোসিয়েশনের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল অর্থ বাংলাদেশ এর যে কোন সরকারী- আধাসরকারী-অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখা যাবে।

খ) সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এর মধ্যে যেকোন ২ (দুই) জনের স্বাক্ষরে এসোসিয়েশনের ব্যাংকের টাকা উত্তোলন (লেন-দেন) করা যাবে এবং নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্তে একক ভাবেও টাকা ওঠানো যাবে।

অনুচ্ছেদ- ২০ ঃ সাধারণ নির্বাচন ঃ

১। প্রতি চার বছর অন্তর কার্য্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের সব সদস্য নির্বাচনে পদপ্রার্থী হতে পারবেন। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

২। নির্বাচনের সিডিউল ঘোষনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৩। কার্য্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

৪। নির্বাচন কমিশন সিডিউল প্রদান-বিধি মালা প্রনয়নসহ নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাদি পালন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

অনুচ্ছেদ- ২১ ঃ খেলোয়াড় ও ক্লাব রেজিষ্ট্রেশন ঃ

ক) যে কোন বাশাআপ ক্লাবের জন্য এসোসিয়েশনের পৃথক পৃথক ভাবে রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে।

খ) কোন বাশাআপ খেলোয়াড় একের অধিক ক্লাব-সমিতি কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবে না এবং বাশাআপ ব্যতিত অন্য কোন মার্শাল আর্টের সাথে তার কোন সংশ্রব থাকতে পারবেনা। এই রূপ খেলোয়াড় এর বিরুদ্ধে ফেডারেশন যে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

গ) রেজিষ্ট্রেশনকৃত প্রত্যেক খেলোয়াড় বাশাআপ নিয়মকানুন মেনে চলার অঙ্গীকার বদ্ধ থাকা বাধ্যতামূলক।

ঘ) এসোসিয়েশন ভুক্ত প্রতিটি সদস্য-ক্লাব-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান বিদেশ সফর করার পূর্বে দলের পূর্ণ তালিকা ও জীবন বৃত্তান্ত (ছবিসহ) ফেডারেশনে ১ (এক) মাস পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা এসোসিয়েশনের অনুমোদন-ছাড়পত্র নিতে হবে।

ঙ) বাশাআপ প্রতিযোগিতার পূর্বে যে সকল উপবিধি (বাবাএ) এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্রনয়ন করা হবে তা অবশ্যই সকলকে অনুসরন এবং মানতে বাধ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ- ২২ ঃ জাতীয় দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা বাছাই-মনোনয়ন ঃ

ক) বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের একজন স্থায়ী প্রধান প্রশিক্ষক থাকবেন। তিনি স্বাধীন ভাবে কোন জবাবদিহি ছাড়া তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় এবং টেকনিক্যাল বিষয়ক কমিটি-উপ-কমিটি সব তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকবে। দেশে এবং বিদেশে দল প্রেরণের জন্য-দল গঠন বাছাই ও ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত যে কোন প্রতিযোগিতায় প্রধান প্রশিক্ষক মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। তবে এই সব কার্যবলী কার্য্যনির্বাহী পরিষদ চূড়ান্ত অনুমোদন দিবে।

খ) দলের কর্মকর্তা কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।

গ) এসোসিয়েশন কর্তৃক জাতীয় দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা-বিদেশ সফর- প্রদর্শনী ম্যাচ-চ্যারিটি ম্যাচ ইত্যাদি খেলার জন্য তাদের খেলোয়াড়কে ছাড়তে বাধ্য থাকবে। যদি কোন ক্লাব-সমিতি-সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার পরও কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত দলে যোগদানে বিরত থাকে তাহলে তার-দলের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা ফেডারেশনের থাকবে।

ঘ) বিনা অনুমতিতে বা বাশাআপ এসোসিয়েশনের নামে কোন কার্যক্রম দেশে ও বিদেশে কোন সংস্থা-ক্লাব চালাতে পারবে না।

ঙ) যে কোন ক্ষেত্রে বাশাআপ এসোসিয়েশনের কোন রেফারী-কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদে নিয়োগের জন্য অবশ্যই এসোসিয়েশনের সুপারিশ ছাড়া নিয়োগ করা যাবে না।

চ) বিদেশে প্রতিযোগিতা-সেমিনার-প্রশিক্ষণ-এ অংশ গ্রহণ শেষে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দলনেতা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বিদেশ সফরের প্রতিবেদন পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ- ২৩ ঃ শৃঙ্খলা ও শাস্তি ঃ

ক) বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের একটি আচরণ বিধি থাকবে। আচরণ বিধি খেলাপকারীরা বিধি অনুসারে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসাবে অপরাধে অপরাধী হবেন এবং এ জন্য ফেডারেশন নির্ধারিত পন্থায় শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

খ) বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশনের অধীনস্থ সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা-খেলোয়াড়-কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের শরানাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করবে। এ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে না।

অনুচ্ছেদ- ২৪ ঃ সিদ্ধান্ত ঃ

যদি কোন ঘটনা বা বিধি-উপবিধি বা নিয়মকানুন বা সমস্যাদি এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকে তাহলে এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্বাহী পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

অনুচ্ছেদ- ২৫ ঃ খেলা পরিচালনা ঃ

বাংলাদেশ বাশাআপ ফেডারেশন বিবিএ এবং বিটিবি বাবিবি-বাপ্রবি এর বিধি-উপবিধি এবং অন্যান্য বিধির নিয়মানুসারে খেলা পরিচালিত হবে। তা সকলে মানতে বাধ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ- ২৬ ঃ গঠনতন্ত্র ঃ

২৬.১ গঠনতন্ত্রের কোন বিষয় সংশোধন-সংযোজন-পরিবর্ধন ও বাতিল করতে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সভার জন্য প্রয়োজন হবে। বাশাআপ গঠনতন্ত্র এর কোন অনুচ্ছেদ এবং গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি-উপবিধি এবং কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। যদি করে তা কার্যকর হবে না।

২৬.২ গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাব কার্য্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সভার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সব সদস্যদের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

২৬.৩ সাধারণ পরিষদে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন ক্রমে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

অনচ্ছেদ- ২৭ ঃ এসোসিয়েশন হতে ফেডারেশনে রূপান্তর ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় কর্তৃক অত্র এসোসিয়েশন প্রক্রিয়াধীন ভাবে ফেডারেশনে রূপান্তর হলে এ গঠনতন্ত্র বাশাআপ ফেডারেশন গঠনতন্ত্র হিসাবে কোন কিছু পরিবর্তন হবে না। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের সব জায়গায় এসোসিয়েশন শব্দটির পরিবর্তে শুধু মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেডারেশন শব্দটি অর্ন্তভূক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ- ২৮ ঃ বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন ঃ

গঠনতন্ত্র বহির্ভূত এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবে। অনুমোদিত এ সমস্ত বিধি ও উপবিধি সংশ্লিষ্ট সকলে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ- ২৯ ঃ সদস্য পদ বাতিল ঃ

১। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর তিনটি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন। সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্য পদ বাতিল করা এবং তার স্থলে নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্ত (কো-অপট) করা যাবে। দ্বিতীয় সভায় অনুপস্থিতির পর এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে লিখিত ভাবে অনুপস্থিতির বিষয়টি জানাতে হবে।

২। এসোসিয়েশনের কোন সদস্য যদি তহবিল তসরুপ করে বা এমন কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় যাতে এসোসিয়েশনের ভাবমুর্তি নষ্ট হয় এবং (যদি কার্যকরী পরিষদ মনে করে) তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা এসোসিয়েশন গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ- ৩০ ঃ শূন্যপদ পূরণ ঃ

পদত্যাগ-মৃত্যু-দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সদস্যপদ পূরণ করা যাবে। তা কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ- ৩১ ঃ হিসাব নিরীক্ষা ঃ

সরকার প্রদত্ত অনুদান এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বছর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।